Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 73
January-March. 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2022-04-17
Published: 2023-05-02

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i73.242

Prevention of Child Abuse Under the Laws of Bangladesh and Islamic Guidelines: An Analysis

Mohammad Maruf*

Abstract

Children are the future of tomorrow. Future development and progress depends on the proper care of the child. A country's children can play a key role in transforming a country from a developing country to a middle-income country. Child abuse in various forms has become a daily occurrence in Bangladesh in recent times. Although there are provisions in the legal framework of Bangladesh to protect the overall rights of children and to prevent all forms of abuse and torture, abuse against children is increasing gradually. Not surprisingly enough, the importance of children and their rights are well defined in Islamic law. Employing descriptive and observational analysis methods this article has endeavored to explicate the laws of Bangladesh and Islamic injunctions to prevent child abuse. The author submits that the combination of religious and moral education with the proper implementation of existing laws is absolutely necessary to prevent child abuse.

Keywords : Child abuse; child rights; security; Laws of Bangladesh; Social justice.

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন ও ইসলামী দিক-নির্দেশনা একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুর সঠিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে আগামী দিনের উন্নয়ন-অগ্রগতি। আজকের শিশুরাই মেধা ও প্রজ্ঞায় বড় হয়ে দেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, আমাদের দেশের শিশুদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ অবারিত নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নানারূপে শিশু নির্যাতন প্রতিদিনের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইনী কাঠামোতে

* Mohammad Maruf is a Lecturer, Department of Islamic Studies, Bangladesh Islami University, Dhaka. E-mail: marufhasnat@yahoo.com

শিশুদের সার্বিক অধিকার সংরক্ষণ ও সব ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন প্রতিরোধের বিধি-বিধান থাকা সত্ত্বেও শিশুদের প্রতি নির্যাতন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ইসলামী আইনে শিশুদের গুরুত্ব ও তাদের অধিকার যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। বক্ষমান প্রবন্ধে বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন ও ইসলামী দিক-নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যেমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী দিকনির্দেশনার আলোকে প্রচলিত আইনের সংস্কার ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মূলশব্দ: শিশু নির্যাতন; শিশু অধিকার; নিরাপত্তা; বাংলাদেশের আইন; সামাজিক সুবিচার।

ভূমিকা

শিশুরা মানব সভ্যতার প্রথম উপাদান। আল্লাহ তাআলা শিশুদেরকে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বা অলংকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য-শোভা (Al Qurān, 18:46)।

আজকে যে শিশুরা পৃথিবীর অলংকার, তারাই আবার এক সময় বড় হয়ে আপন মেধা-যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীর সভ্যতাকে নানারূপে নতুনভাবে সুসজ্জিত করবে, মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় নেতৃত্ব দিবে, মানবতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর জন্য শিশুদের সুন্দর পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠা দরকার। দরকার সামাজিক অনাচার-অবিচার, অপসংস্কৃতি ও কুশিক্ষা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখা। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে শিশুদের প্রতি নির্যাতনের যে চিত্র পরিলক্ষিত হয়, তা ভয়াবহ। যা শিশুদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার পথে বড় অন্তরায়। এহেন পরিস্থিতি নিশ্চয় দেশ ও আগামীর জন্য মোটেই শুভকর নয়। কুশিক্ষা, সামাজিক সহিংসতা, পাপাচার তথা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বোপরি ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনের প্রতি চরম অনীহা-মূলত শিশু নির্যাতনের নেপথ্যের কারণ। যদিও শিশু অধিকার সুরক্ষা ও শিশু নির্যাতন রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন রয়েছে। রয়েছে সুস্পষ্ট ইসলামী বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা। শিশু নির্যাতন রোধে ও শিশু অধিকার সংরক্ষণে জাতীয় আইন ও ইসলামী বিধি-বিধান যথাযথ বাস্তবায়ন অতীব প্রয়োজন।

সংজ্ঞায়ন

১. শিশু

বাংলা অভিধানে, শিশু অর্থ- অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা ((Lahiri 2011, 1082)। আরবীতে শিশুর প্রতিশব্দ : طِفْلٌ (তিফল), বহুবচনে أطفال (Fazlur Rahman 2015, 660)। ط ف ل মূলবর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দের ধাতুগত অর্থ:

الطِّفْلُ : الرَّخْصُ النَّاعِمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

তফল বলা হয় প্রত্যেক জিনিসের নরম ও কোমল অবস্থা (Al Zabīdī 1997, 29/ 368)। আরবী অভিধানে প্রত্যেক বস্তুর ছোটকে 'তিফল' বলা হয়। যেমন,

الطِّفْلُ بالكَسْرِ الصَّغِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

তিফল হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর ছোট জিনিস। (Al Zabīdī 1997, 29/369)

আরো বলা হয়,

هو يسعى لي في أطفال الحوائج.

সে আমার ছোটখাট প্রয়োজনে সাহায্য করে।

শুরুর দিকের অবস্থা বোঝাতেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন,

أتيته و الليل طفل

আমি রাতের শুরুর দিকে তার কাছে আসলাম (Madkūr 2004, 560)

আল কুরআনে طِفْلٌ শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত রয়েছে। যেমন: আল্লাহর বাণী,

﴿ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا...﴾

আর আমি যাকে ইচ্ছে করি তাকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রাখি, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে আনি শিশুরূপে.. (Al Qurān, 22:5)

অন্যস্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

তোমাদের শিশুরা বয়োঃপ্রাপ্ত হলে তখন তারাও যেন তাদের বড়দের মত তোমাদের নিকট আসতে অনুমতি নেয় (Al Qurān, 24:59)

আল কুরআনের উপরিউক্ত দুইটি আয়াত বিশ্লেষণ করলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়।

এক. মায়ের গর্ভ থেকে 'শিশু'রূপে বের হওয়া।

দুই. শিশুর বয়োঃপ্রাপ্তি অবস্থায় তার জন্য বড়দের বিধান প্রযোজ্য হওয়া।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল কুরআনের ভাষ্যানুসারে মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়। ইমাম আল কুরতুবী রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা আল হাজ্জের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে طِفْلٌ সম্পর্কে বলেন,

الطفل يطلق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে طِفْلٌ বলা হয় (Al Qurṭubī 2006, 14/322)

বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে (Shishu Ain 2013, 293)।

কত বছর বয়স পর্যন্ত মানবসত্ত্বাকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হবে তা অনেকটাই স্থানীয় সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে। এ কারণে সময়ের সাথে সাথে

শিশুর বয়স নির্ধারণে তারতম্য দেখা যায়। বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য নিচের ছকটি দেখা যেতে পারে (Khair 2005, 5)।

Acts/Ordinances	**Age below which a person is deemed a child**
The Majority Act, 1875	18 years
The Mines Act, 1923	15 years
The Children (Pledging of Labour) Act, 1933	15 years
The Employment of Children Act, 1938	12 and 15 years (according to specified occupations)
The Tea Plantations Labour Ordinance, 1962	15 years
The Factories Act, 1965	14 years
The Shops and Establishment Act, 1965	12 years
The Children Act, 1974	16 years

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিশু আইনে শিশুর সংজ্ঞা নির্ণয়ে যা বলা হয়েছে, তা নানা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অযৌক্তিক নয়। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব ছেলে-মেয়েদের ওপর শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য হয়নি বা শরয়ী বিধান পালনে কোনো বাধ্যবাধকতা আসেনি-সেই শিশু বলে গণ্য হবে।

২. শিশু নির্যাতন

স্বাভাবিকভাবে শিশু নির্যাতন বলতে বোঝায়,

> child abuse refers to actions (or failures to act) by a parent or caregiver that result in serious physical or emotional harm, sexual abuse or exploitation, or imminent risk of serious harm.
>
> 'শিশুর পিতামাতা বা তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা সংঘটিত এমন কিছু কাজ যা শারিরীক, মানসিক, যৌন নির্যাতন অথবা গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়' (Levi 2008, 132)।

যে ধরনের শিশুরা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে,

- শারীরিকভাবে দুর্বল শিশু
- শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন বা বিকলাঙ্গ শিশু
- মেয়ে শিশু
- অস্বাভাবিক পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী শিশু
- অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু
- অবৈধ শিশু
- খারাপ আচরণকারী শিশু
- দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণকারী শিশু (Corby 2006, 147)।

কোন শিশুকে অযাচিতভাবে ভয় দেখানো, বিনা কারণে তার ওপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করা বা কথা দিয়ে নানাভাবে আঘাত করা শিশুর মানসিক নির্যাতনের শামিল। অন্যদিকে শিশুর দেহে অনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে কোন আঘাত বা বিকলাঙ্গতায় পরিণত করা শিশুর শারীরিক নির্যাতনের শামিল। শিশু নির্যাতনের ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই শিশুর ওপর নির্যাতন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন

শিশু নির্যাতনকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়। শারীরিক নির্যাতন; যৌন নির্যাতন; মানসিক নির্যাতন ও অবহেলাজনিত নির্যাতন। বর্তমানে বাংলাদেশে এই চার ধরনের নির্যাতনই দেখা যায়। সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে বাংলাদেশে ৯৫ দশমিক ৮ শতাংশ শিশু ঘরে-বাইরে, স্কুলে ও কাজের ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ শিশুদের মধ্যে ৯৬ দশমিক ২ শতাংশ মেয়ে ও ৯৫ দশমিক ৪ শতাংশ ছেলে (Prothom Alo, Mar. 21, 2022)। হাইকোর্টের নির্দেশনা এবং সরকারের বারবার পরিপত্র জারি সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনে শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদান এখনো বন্ধ হয়নি। ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৯৬৩ শিক্ষার্থী এ ধরনের শারীরিক শাস্তি ভোগ করেছে। মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, ছয় বছরের কমবয়সি শিশু, মেয়ে শিক্ষার্থী এবং দলিতের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরর শিশুরাই এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষকের মৌখিক ভর্ৎসনার পর শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে এবং নির্যাতনের ১০ কারণে শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে (ASK 2017, 10)। এছাড়াও নেতিবাচক ভাষার মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হয় ৯০ শতাংশ শিশু (Prothom Alo, Dec. 27, 2021)

নিচে বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের একটি তুলনামূলক চিত্র *

নির্যাতনের ধরণ	২০২১	২০২০	২০১৯	২০১৮	২০১৭	২০১৬	২০১৫
ধর্ষণ	৮১৮	৬২৬	৯০২	৫৭১	৫৯৩	৪৫	৫২১
হত্যা	১৮৩	১৪৫	২৬৬	৪১৮	৩৩৯	২৫৪	২৯২
অপহরণ	৩৮	২২	৮৩	৯৮	৭২	৫৩	৮৯

শিশু নির্যাতনের কারণসমূহ

শিশুর ওপর নির্যাতন ও পাশবিকতার কারণ নানাবিধ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

ক. অশিক্ষা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়

সুশিক্ষার অভাবে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ ও মানবতার চরম অবক্ষয় ঘটছে। ফলে অনেক শিক্ষিত মানুষও শিশু নির্যাতনের মতো অমানবিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

* বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের ওপর "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন"এবং "শিশু অধিকার ফোরাম" কর্তৃক তৈরীকৃত চিত্র অনুসারে চিত্রটি তুলে ধরা হলো।

এছাড়াও শিশুর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও অধিকার বিষয়ক ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা এবং মুসলিম হয়েও বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে না চলার কারণেই মুসলিম অধ্যুষিত সমাজে শিশুরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

খ. বিচারহীনতার সংস্কৃতি

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র শিশুর মৌলিক অধিকার যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু অনেকেই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও আইনগত শিশুর এসব অধিকারের ব্যাপারে সচেতন নন। প্রায় সব দেশেই (৮৮ শতাংশ) নির্যাতন থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য আইন রয়েছে, তবে অর্ধেকের কম দেশগুলোতে (৪৭ শতাংশ) আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অপরাধীদের খুব কমই বিচারের আওতায় আনা হয়; যার কারণে শিশু নির্যাতন ঘটেই চলেছে (Khondakar 2020, NP)। অনেক শিশু নির্যাতনকারী ধরা পড়েও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আইনের বেড়াজাল থেকে এক সময় বেড়িয়ে আসে। এরূপ বিচারহীনতার সংস্কৃতি শিশু নির্যাতনের একটি অন্যতম কারণ।

গ. অশ্লীলতার বিস্তৃতি

শিশুরা যে ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল যৌন নির্যাতন। উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, শিশুদের উপর সংঘটিত অধিকাংশ নির্যাতনই যৌন নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্লাটফর্মের একটা নেতিবাচক দিক হলো অনলাইনে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে পর্নোগ্রাফি ভিডিও ও কনটেন্ট। এসব দেখে ও পড়ে তরুণদের মধ্যে বিকৃত মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষরাও এগুলোতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, শিশুদের সহজেই প্ররোচিত করা যায়। ফলে সামান্য কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ধর্ষণ করে বিকৃত মনের পুরুষরা। এক্ষেত্রে তরুণ-যুবকদের অভিভাবকদের অসচেতনতাও দায়ী বলে মনে করেন অনেকে (Dhaka Post, Feb. 27, 2023)।

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ-শত্রুতা

পিবিআইয়ের সমীক্ষায় দেখা যায়, শিশু হত্যায় পারিবারিক বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার পর রয়েছে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ও প্রেমঘটিত কারণ। গত ৭ বছরে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে ১০ ও প্রেমঘটিত কারণে ১০ শিশু খুন হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহে খুন হয় ৯ শিশু। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ১০ শিশুকে। এ ছাড়া ছিনতাইকারীর হাতে সাত ও অনৈতিক সম্পর্ক দেখে ফেলায় ছয়, প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে পাঁচ, খেলাধুলার জেরে পাঁচ ও কথা-কাটাকাটির জেরে পাঁচ শিশুকে হত্যা করা হয়। এর বাইরে চুরি দেখে ফেলায়, ধর্ষণ ও বলাৎকারে ব্যর্থ হয়ে, কথা না শোনায়, চোর সন্দেহে, মুক্তিপণের জন্য, ছিনতাই করার সময় বাধা, গৃহকর্ত্রী ও মাদ্রাসার শিক্ষকের হাতে এবং সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে ১১টি শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় (Prothom Alo, Apr. 13, 2022)।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন

শিশুদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষা, অন্যদিকে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণীত ও অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশে শিশুর স্বার্থ রক্ষার্থে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন পাস হয়[১] । ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণীত হয়। ৫৪টি ধারা সম্বলিত এই সনদে শিশুদের বিভিন্ন অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন, এই সনদের ১৯ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে,

> States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
>
> অর্থাৎ, পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক বা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় শিশুকে আঘাত বা অত্যাচার, অবহেলা বা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার বা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সব রকমের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যথাযথ আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থা নেবে (OHCHR)

এই সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালের আইনটি সময়ের তুলনায় অপর্যাপ্ত মনে করে উক্ত আইনটি রহিত করে ২০১৩ সালে নতুনভাবে আইনটি পাস করে। ১০০টি ধারা সম্বলিত উক্ত আইনকে 'শিশু আইন, ২০১৩' নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত আইন প্রণয়নের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> যেহেতু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত সনদ এর বিধানাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান শিশু আইন রহিতপূর্বক উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করিবার লক্ষ্যে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল (Shishu Ain 2013, 291)

'শিশু আইন, ২০১৩' এর ৭০ নং থেকে ৮৩ নং ধারা সমূহে শিশুর স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো;

- ৭০ নং ধারায় বলা হয়েছে : 'কোন ব্যক্তি যদি তাহার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাবে প্রদর্শন করে এবং এইরূপভাবে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যা বা প্রদর্শনের ফলে উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের

১. The Children Act,1974.

> এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন' (Shishu Ain 2013, 328)।

- ৮০ নং ধারায় শিশুকে বিভিন্নভাবে শোষণের দণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ৮০ নং ধারার ১ নং উপধারার ভাষ্য: 'শিশুকে নিজ স্বার্থে শোষণ করে, আটকাইয়া রাখে অথবা তাহার উপার্জন ভোগ করে, তাহা হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন' (Shishu Ain 2013, 331)। একই ধারার ২ নং উপধারায় উল্লেখ রয়েছে: 'শিশুকে অসৎ পথে চালিত করে বা যৌনকর্ম কিংবা নীতি-গর্হিত কোন কাজে লিপ্ত হইবার ঝুঁকির সম্মুখীন করে, তাহা হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন' (Ibid)।
- এছাড়া শিশুকে দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করানো, অনৈতিক ও বিপজ্জনকস্থানে রাখা, শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে নেশাগ্রস্থ হওয়া, শিশুকে অসৎপথে পরিচালনা করা এবং তাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের দিকে ঠেলে দেওয়া ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন দণ্ডবিধির উল্লেখ রয়েছে (Shishu Ain 2013, 328-332)।

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন রোধকল্পে ২০০০ ইং সালে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' প্রণীত হয়[২]। উক্ত আইনের ১২ নং ধারায় উল্লেখ আছে,

> যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অংগ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাংগ বা বিকৃত করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

এছাড়া বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রণালয় ২০১১ সালে দেশের সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ এ মর্মে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন করেছে। সম্প্রতি সারাদেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিয়েছেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করাতে মিডিয়াকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে বলেছেন উচ্চ আদালত (Dhaka Times, Nov. 04, 2021)।

২ . উক্ত আইনকে '২০০০ সনের ৮নং আইন' হিসাবে অভিহিত করা হয়।

প্রাক- ইসলামী যুগে শিশু নির্যাতন

মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিশু নির্যাতন বহু পুরোনো। আল কুরআনের বেশ কিছু স্থানে শিশুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

১. বনী ইসরাইলের পুত্র শিশুদের হত্যা সম্পর্কে :

﴿وَ اِذۡ نَجَّيۡنٰكُمۡ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ يَسُوۡمُوۡنَكُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ يُذَبِّحُوۡنَ اَبۡنَآءَكُمۡ وَ يَسۡتَحۡيُوۡنَ نِسَآءَكُمۡ وَ فِىۡ ذٰلِكُمۡ بَلَآءٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ عَظِيۡمٌ﴾

স্মরণ কর, আমি যখন তোমাদেরকে ফেরাউন গোষ্ঠী হতে মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিত, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহা পরীক্ষা (Al Qurān, 2: 49)।

২. জাহেলী আরবের কন্যা শিশুদের হত্যা সম্পর্কে:

﴿وَ اِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ سُئِلَتۡ بِاَىِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ﴾

যখন জীবন্ত পুঁতে- ফেলা কন্যাশিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল (Al Qurān, 81: 8-9)।

উপরিউক্ত আয়াত দুটি থেকে বোঝা যায়, ইসলাম পূর্বযুগে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু- উভয়ের উপরেই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে এবং এ হত্যাযজ্ঞ রাষ্ট্র ও সমাজের নৈতিক দৃষ্টিকোণ (Moral Ground) থেকে নিন্দনীয় ছিল না।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামী দিক-নির্দেশনা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সার্বিকভাবে যে কোন জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ। শিশুদের ওপর নির্যাতন চরম ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ। শিশুদের উপর যে কোন নির্যাতনকে ইসলাম প্রত্যাখান করেছে। বরং তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা প্রদর্শনের উৎসাহ দিয়েছেন। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও আল্লাহর রাসূল সা. এর সুন্নাহ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন:

১. শিশু হত্যা নিষিদ্ধ

আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا﴾

দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দিব এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই সন্তানদের হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ (Al Qurān, 17: 31)।

ইসলামের দৃষ্টিতে সকলের রিযিকদাতা হলেন মহান রব, আল্লাহ তাআলা। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো। তারা মনে করত, কন্যা সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে অথবা কন্যা সন্তানের কারণে তারা দরিদ্র হয়ে যাবে। এসব কারণে তারা কন্যা শিশু সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করতো। আধুনিক সময়ের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষদের মধ্যেও এরকম চিন্তাধারা রয়েছে। ফলে গর্ভপাত ও ভ্রুণহত্যার প্রসার ঘটেছে।

ইসলাম শিশু হত্যার পাপকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছে তা বোঝা দরকার। পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾

যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে। আর যদি তারা পুনরায় করে তাহলে পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো গত হয়েছে (Al Qurān, 8: 38)।

হাদীসে উল্লেখিত আমর ইবনুল আস রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমর ইবনুল আস রা. বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيّ ﷺ فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَه. قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه؟ وَأَنّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه؟

আমি নবী ﷺ এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়'আত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি ﷺ বললেন, 'আমর, কী ব্যাপার? আমি বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত করবে? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ﷺ বললেন, 'আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জ পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয় (Muslim 1991, 121)।

কিন্তু শিশু হত্যার পাপকে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুধু ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমেই ক্ষমা করার কথা বলেননি। বরং তিনি ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কায়েস বিন 'আসেম রা.-এর ঘটনা উল্লেখ করা যায়। কায়েস ইবনে 'আসেম রা. ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি আমার কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দিয়েছি। তিনি ﷺ বললেন,

«أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً»

প্রতিজন কন্যার বদলে একজন করে দাস মুক্ত করে দাও।

আসেম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো কেবল উটের মালিক। তখন রাসূল ﷺ বললেন,

«فَانْحَرْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً»

তাহলে প্রতিজন কন্যার বদলে একটি করে উট কোরবানী করে দাও (Al Bazzār 1988, 238)।

যুদ্ধের মত চরম প্রতিকূল অবস্থাতেও আল্লাহর রাসূল ﷺ শিশু হত্যা নিষেধ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا

যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাস্তায়। লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গবিকৃতি করবে না। শিশুদেরকে হত্যা করবে না (Muslim 1991, 1731)।

২. নির্যাতিত শিশুদের উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করা

আল্লাহর বাণী:

﴿وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا﴾

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ অসহায় নরনারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর থেকে বের করুন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী (Al Qurān, 4: 75) ।

অসহায় ও নির্যাতিত শিশুদের রক্ষা করার গুরুত্ব উপরিউক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়। এই আয়াতের মাধ্যমে শিশু নির্যাতনকারীদের পরিণাম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. শিশু গৃহকর্মীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা

বাংলাদেশে শিশু গৃহকর্মীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। ঘুম থেকে দেরিতে ওঠা, ঠিকমতো কাজ করতে না পারাসহ বিভিন্ন অজুহাতে শিশুদের মারধর করা, গায়ে গরম পানি ঢেলে দেয়া, গরম খুন্তি দিয়ে ছেঁকা দেয়ার মত ঘটনা অহরহ ঘটছে (Bangla Tribune, Mar. 06, 2022)। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ-হলেন বিশ্ব মানবতার জন্য এক অনুপম আদর্শ। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفًّا . قَطُّ وَلاَ قَالَ لِي لِشَىْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلاَّ فَعَلْتَ

আমি দশ বছর আল্লাহর রাসূল ﷺ এর খিদমত করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আমাকে 'উহ' শব্দও বলেননি এবং কোন সময় আমাকে "এটা কেন করলে, ওটা কেন করনি" তাও বলেননি (Muslim 1991, 2309)।

৪. অধীনস্তদের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি তৈরী করা

শিশুরা অন্যের অধীনে থাকে। ইসলাম অধীনস্তদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার তাগিদ দিয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَوَ رَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

অতএব আপনার রবের কসম! তারা যা করে সে বিষয়ে আমি তাদের সকলকে অবশ্যই জেরা করব (Al Qurān, 15: 92-93)।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল। কাজেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, আর খাদিম তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে (Al Bukhārī 2015, 2558)।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, যে শিশুর তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক দায়িত্বশীল আচরণ করে, সে শিশু নির্যাতিত হয় না।

৫. লৈঙ্গিক পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি

নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক পার্থক্য সম্পর্কে শিশুর মনে সচেতনতা তৈরি করা খুবই জরুরী। যেমন, মাহরাম-গাইরে মাহরাম, পর্দা ইত্যাদি বিধিবিধান সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করা প্রয়োজন। এতে শিশুরা যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা অনেকাংশে পেতে পারে। এ ব্যাপারে পরোক্ষ নির্দেশনা ইসলামী আইনে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে শিশুদের আলাদা বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে,

فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

(দশ বছর বয়সে) তাদের (ছেলে- মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে (Abū Dāwūd 1999, 495)।

৬. শিশুর সাথে ইনসাফ করা

ইসলাম সর্বাবস্থায় মানুষের সাথে ইনসাফ বা ন্যায়সংগত আচরণ করার নির্দেশ দেয়। বিশেষত দূর্বলেরা ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিক হকদার। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى﴾

তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর (Al Qurān, 5: 8)।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুদের বয়স দশ হলে তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার করা যাবে । যেমন হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

যখন তোমাদের সন্তানেরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে প্রহার করবে (Abū Dāwūd 1999, 495)।

ইসলামে শিশুদের প্রহারের এই অনুমতিকে কখনোই 'শিশু নির্যাতন' বলা যাবে না। কেননা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রহার কখনো জরুরী হয়ে পড়ে। এবং এই প্রহারের ক্ষেত্রেও সীমা লংঘন করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় ইনসাফ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। অন্য হাদীসে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায় । যেমন, আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً، قَعَدَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَمْلُوكَيْنِ يُكَذِّبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ " . قَالَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ : (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ) الآيَةَ . فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلاَءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দুইটি গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, খেয়ানত করে ও আমার নাফরমানী করে। আমি এদের গাল-মন্দ করি, মারধর করি। সুতরাং তাদের বিষয়ে আমি কেমন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার সঙ্গে তারা যে খেয়ানত করেছে, নাফরমানী করেছে ও মিথ্যা বলেছে আর তুমি এ সবের জন্য তাদের যে শাস্তি দিয়েছ- তা হিসাব করা হবে। তোমার শাস্তি প্রদান যদি তাদের অপরাধের সম পরিমাণ হয়ে থাকে তবে তা বরাবর হয়ে গেল, তুমিও কিছু পাবে না এবং তোমার কিছু ক্ষতিও হবে না। আর তোমার শাস্তি যদি এদের অপরাধের চেয়ে কম পরিমাণের হয় তবে অতিরিক্ত তোমার পাওনা থাকবে। আর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে তবে যা অতিরিক্ত হয়েছে, তোমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। (একথা শুনে) লোকটি একপাশে সরে গিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি আল্লাহর কিতাব পাঠ কর না :

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾

এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব মানদণ্ড, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার হবে না

লোকটি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর কসম, এদের মুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার ও তাদের জন্য অন্য কিছু পাচ্ছি না। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি: এরা সব মুক্ত (Al Tirmidhī 2015, 3165)।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামে আদব ও শিক্ষার খাতিরে শিশুকে প্রহারের অনুমতি থাকলেও সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্তকতা প্রয়োজন যাতে তা নির্যাতন ও জুলুমে পরিণত না হয়।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হল।

১. সর্বপ্রথম করণীয় হলো, শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা। শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের মধ্যে রয়েছে খাওয়া-দাওয়া, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা-দীক্ষা ও সুন্দর পরিবেশ। শিশুদের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা করা। মানব শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মর্যাদাবান, কর্মকুশলী, দক্ষ, সুশীল, ন্যায়পরায়ণ, নিয়ম-শৃঙ্খলানুবর্তী ও আদর্শবান করে গড়ে তোলা শিশুর এসব অধিকার নিশ্চিত করা অভিভাবক অথবা সরকারের জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

২. শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বা বন্ধ করতে হলে শিশুদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা জোরদার করা। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন একনিষ্ঠভাবে মেনে চলা। সেইসাথে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও শিশু অধিকার সংরক্ষণে যে সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে, তা সকলকে অবহিত করা এবং বাস্তব জীবনে আইন মেনে চলার জন্য সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা। একই সাথে শিশু নির্যাতনের মতো কোনো অপরাধে কেউ জড়িত হলে, তাকে আইনানুযায়ী যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানে কোন ধরনের অবহেলা না করা।

৪. অশ্লীলতার মূল উৎসগুলো বন্ধ করা। শিশুর উপর যৌন নির্যাতনের মূলে রয়েছে অশ্লীল ভিডিও কন্টেন্ট এর সর্বনাশা প্রভাব। সরকারের সাইবার টিমের মাধ্যমে এই ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে অধিক কঠোর আইন প্রণয়ন করা। প্রচলিত আইনে বিভিন্ন দণ্ডের বিধান রয়েছে বটে তবে অপরাধের ভয়াবহতার তুলনায় তা অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। শিশুরা খেলনা নয়। তাদের প্রতি অযথা বাড়তি চাপ ও প্রত্যাশার চাপ (Burden of expectation) তৈরী করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপসংহার

শিশুরা দুনিয়ার অলংকার, আল্লাহর এক বড় নিয়ামত। শিশুরা আমাদের আমানত। বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন, জাতীয় শিশুনীতিসহ অন্যান্য আইন ও বিধানের মাধ্যমে একদিকে শিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ এবং অন্যদিকে শিশু

নির্যাতন প্রতিরোধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন, জাতীয় শিশুনীতিসহ অন্যান্য আইন ও বিধান শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে যথেষ্ট হলেও সামগ্রিকভাবে শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে হলে বাংলাদেশী আইন ও ইসলামী দিক-নির্দেশনার সমন্বিত ও যথাযথ প্রয়োগ অতি আবশ্যক। এসব আইনের সঠিক প্রয়োগ হলে শিশু নির্যাতন কমবে এবং পর্যায়ক্রমে তা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

Biblography

Al-Qurān Al Karīm

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn Al Ashʻath Al Sijistānī. 1999. *Sunan Abī Dāwūd.* Riyāḍ: Dār Al Salām.

Al Bazzār, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʻAmr Ibn ʻAbd Al Khāliq. 1988. *Musnad Al Bazzār*. Al Madīnah Al Munawwarah: Maktabah Al ʻUlūm Al Ḥikam

Al Bukhārī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Ismāʻīl. 2015. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*. Riyāḍ: Dār Al Ḥaḍārah

Al Qurṭubī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr. 2006. *Al Jāmiʻ Li Aḥkām Al Qurān*. Bairūt: Muassasah Al Risālah.

Al Tirmidhī, Abū ʻĪsā Muḥammad ibn ʻĪsā ibn Sawrata ibn Mūsā. 2015. *Sunan Al Tirmidhī*. Riyāḍ: Dār al Ḥaḍārah

Al Zabīdī, Al Sayyid Muḥammad Murtaḍā Al Ḥusainī. 1997. *Tāj Al ʻArūs Min Jawāhir Al Qāmūs.* Kuwait

ASK, Ain o Salish Kendra. 2017. https://www.askbd.org/ask/wp-content/uploads/2018/01/UPR_Child_Rights_Bangla.pdf

Corby, Brain. 2006. *Child Abuse.* England: Open University Press

Fazlur Rahman, M. 2015. *Al Muʻjam al Wāfī*. Dhaka: Riyad Prakashani.

Khair, Sumaiya. 2005. *Child Labour in Bangladesh.* Geneva: International Labour Office.

Lahiri, Shivaprasanna. 2011. *Bangla Academy Byabaharik Bangla Abhidhan*. Dhaka: Bangla Academy

Levi, Benjamin H. Levi. 2008. *The Cambridge Textbook of Bioethics*. Edited by Peter A. Singer. New York: Cambridge University Press.

Madkūr, Ibrāhīm. 2004. *Al Muʻjam Al Wāsīṭ*. Cairo: Dār Al Shurūq Al Duwaliyyah

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Al Ḥajjāj. 1991. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār Al kutub Al ʻIlmiyyah

OHCHR, *Convention on the Rights of the Child* . ADOPTED 20 November 1989, By General Assembly resolution 44/25. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

Shishu Ain, 2013. http://bdcode.gov.bd/upload/bdcodeact/2020-11-20-11-13-55-349_Law_No_24_of_2013.pdf

News Paper

Prothom Alo, Apr. 13, 2022.

Prothom Alo, Mar. 21, 2022. Accessed on 15 Mar, 2023. https://tinyurl.com/32uk245w

- Dec. 27, 2021. Accessed on 10 April, 2023. https://t.ly/zSC_

Khondakar, Laila. 2020. ‘Shishu Nirjaton Obosane Amra ki Antorik’ *Prothom Alo,* Nov. 24. Accessed on 17 April, 2023. https://t.ly/yC46

Dhaka Post, Feb. 27, 2023. Accessed on 16 Mar, 2023. https://www.dhakapost.com/exclusive/176374

Bangla Tribune, Mar. 06, 2022. Accessed on 19 Mar, 2023. https://bit.ly/3JR8KWv

Dhaka Times, Nov. 04, 2021. Accessed on 21 Mar, 2023. https://bit.ly/3LD1oXO